আজকের কাগজ

তারিখ 21 NOV 1995 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিরা কেমন আছে

সুভাষ কুমার রায়

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারিদের 'কল্যাণ তহবিল' গঠনকল্পে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। 'ছাতি আর লাঠি সম্বল করে অবসরকালীন সময়ে শিক্ষকদের আর ঘরে ফিরতে হবে না।' এ ধরনের একটি বাক্য ছুঁড়ে দিয়ে দেশের সরকার প্রধান, অনুসারিবৃন্দ এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তিরা উল্লাসে গদগদ-মুচকি হাসিতে বাঁধানো দাঁতগুলো সুরক্ষিত। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারিদের 'চাকরি জাতীয়করণ' করার মূল দাবিকে উপেক্ষা করে একটি মূলো ধরিয়ে দেয়া হলো। চাকরি শেষে বৃদ্ধ বয়সে সামান্য কিছু অর্থের জন্যে সরকারি অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে। হয়তো দেখা যাবে যতো টাকা পাওয়া যাবে তার চেয়েও বেশি ব্যয় হলো ঘোরাঘুরি আর সরকারি অফিসের পিয়নদের চা-পান-সিগারেটের বখরা দিতে।

শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণই সত্যি। এই সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিয়েই বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারিদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। মূল বেতনের ৮০% সরকারি কোষাগার থেকে আসে। বাকি ২০% সহ অন্যান্য ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া হয়। একই বেতন স্কেলে সরকারি চাকরিজীবী যতো অর্থ পান বেসরকারি চাকরিজীবী অর্ধেক পান। এরপর দেশের এমনও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে শিক্ষক-কর্মচারিদের সরকারি অনুদান অংশগ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকেরই একই অবস্থা। এ ছাড়া সরকারি অনুদান পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দেয়ার বিধান থাকলেও বছরের ১২টি মাসের অধিকাংশ মাসেই তা কার্যকর হয় না। চলতি বছরের আগস্ট মাসের বেতন ভাতা সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অতিক্রম করে অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে উত্তোলন করা হলো। ইতিমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলো। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী পরিজন সকলেই উদগ্রীব হয়ে থাকে বছরের এই একটি সময়ের আনন্দের জন্যে। এবার দুর্গাপূজায় আনন্দ কতোটুকু হয়েছে তা ভুক্তভোগীরাই ভালো জানেন- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীরা তা বুঝবেন না। মানুষ গড়ার কারিগর ক্লাসে যাবার পূর্বে চালের শূন্য হাঁড়ির সংবাদ শুনে গেলে হতাশা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প কর্ম বের হয়ে আসার কথা নয়।

প্রতি বছর 'মে' ও 'নভেম্বর' মাসের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা হলেও তা প্রদান করা হয় না। জুন মাসের ব্যাংকের ষান্মাসিক হিসেব ও ডিসেম্বর মাসে বছরের হিসেব হয়। অথচ কি আশ্চর্য, ব্যাংকের ব্যালেন্স বেশি দেখানোর অজুহাতে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন জমা করে রাখা হয়- প্রদান করা হয় না। লাখ লাখ শিক্ষক কর্মচারি এবং তাদের পরিজনদের অর্ধাহারে-অনাহারে রেখে ব্যাংকের ব্যালেন্স দেখানো কি খুবই জরুরি? নৈতিক মূল্যবোধের এতোই কি ঘাটতি এখানে? সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারি, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের বছরে-দু'বার এভাবে এবং কোনো কারণ ব্যতীতই (আগস্ট-সেপ্টেম্বরসহ অনুরূপ) কোনো কোনো মাসের বেতন প্রদান বন্ধ রাখা হোক তো। পরবর্তী মাসেই আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রযন্ত্র বন্ধ হবার উপক্রম হবে। গ্রাম্য প্রবাদটা যে আছে 'মাইরের ওপর অসুধ নাই' কিন্তু শিক্ষকরা যে শিক্ষিত তারা গড়তে জানে ভাঙতে জানে না। তাই তো বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিরা অবহেলিত। অথচ তুলনামূলকভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের সিংহভাগই পরিচালনা করছে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ। মাঝে মাঝে গরম গরম বক্তৃতায় দেশের একচ্ছত্র আধিপতিগণ শিক্ষক দেবতার জানপ্রাণ সবই দিয়ে দেন। বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিদের কল্যাণ তহবিল গঠন কল্পে অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা দিয়ে কতো তৃপ্তই না হলেন তিনি। তিনি অবহেলিত নির্যাতিতদের জন্যে দান-খয়রাতি কিছু করতে পেরেছেন- এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? ব্যক্তিরা বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিদের চিকিৎসা ভাতা ৫০ টাকা বৃদ্ধি করলেন। কি আনন্দের কথা। ডায়রিয়া হলে ১৫টি ওরস্যালাইন ক্রয় করা যাবে। এ ধরনের মূলো প্রায়শ ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

**মানুষ গড়ার ন্যায় মহান পেশায় নিয়োজিতদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশও কেউ করলো না। কারণ এরা তো সমাজের উপকার করে- এরাতো সত্য কথা বলে- এরা তো সচেতন কর্মি তৈরি করে- এরা তো বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করছে। শিক্ষকগণ যদি রিলিফের গম চুরি করে ধরা পরতেন, সার কেলেংকারী করে আসামী হতেন, চোরাচালানী করে ধরা পরতেন, নারী পাচার করে মৃত্যুবরণ করতেন তা হলে শোকবাণী আর সহানুভূতির অভাব হতো না।**

দেশের থানা পর্যায়ের স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষক কর্মচারিদের একটু অন্য রকম মূলো দেয়া হয়েছে। রাজকর্মচারি হবার মূলো। থানা পর্যায়ের ১টি কলেজ এবং ভালো ১টি স্কুল সরকারি করা হবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই কর্তারা এ কথা ঘোষণা দিলেন। মরা নদীতে জোয়ার এলো। থানা সদরের স্কুল-কলেজগুলো হতে নেতাদের বড় বড় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হলো, অভ্যর্থনা জানানো হলো। এই সুযোগে হঠাৎ গজিয়ে উঠা শিল্পপতি রাজনীতিবিদগণ পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। বক্তব্যের চর্চা রাখলেন। এ ছাড়া শিক্ষক কর্মচারিরা বিকল্প পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ে যেনো বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে সে জন্যেই ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিগণ সমাজ ও প্রশাসনের নিকট এতোবেশি অবহেলিত যে তার আর কোনো তুলনা হয় না- অথচ এরাই সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষক সমাজের বিগত আন্দোলনে ক'জন শিক্ষক সাহাদৎ বরণ করলেন অথচ ক্ষমতায় আসীনরা সামান্য দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করলেন না। আধিপত্য বিস্তারে বোমাবাজি করে তাঁর দলীয় সমর্থক কেউ নিহত হলে ঢাকা মহানগরীর ফুলের দোকানগুলোতে ফুলের ঘাটতি দেখা যায়। মানুষ গড়ার ন্যায় মহান পেশায় নিয়োজিতদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশও কেউ করলো না। কারণ এরা তো সমাজের উপকার করে- এরাতো সত্য কথা বলে- এরা তো সচেতন কর্মি তৈরি করে- এরা তো বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করছে। শিক্ষকগণ যদি রিলিফের গম চুরি করে ধরা পরতেন, সার কেলেংকারী করে আসামী হতেন, চোরাচালানী করে ধরা পরতেন, নারী পাচার করে মৃত্যুবরণ করতেন তা হলে শোকবাণী আর সহানুভূতির অভাব হতো না।

কেউ এখন আর শিক্ষকদের সম্মান করে না। সম্মানের তারতম্য নির্ভর করে অর্থের মানদণ্ডের ওপর। শিক্ষকদের তো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। ব্যাংকের একজন পিয়ন, সরকারি অফিসের দারোয়ান পর্যন্ত শিক্ষকদের অবজ্ঞা করতে সাহস পায়। ব্যাংকের পিয়ন জানে প্রতি মাসে একজন শিক্ষক কতো টাকা সাহায্য পায় সরকার থেকে। সরকারি অফিসের পিয়ন জানে একজন শিক্ষকের ঘর ভাড়ার জন্যে বরাদ্দ মাত্র দেড় শ' টাকা।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হলো, চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করে ওরস্যালাইন কেনার অর্থ দেয়া হলো। এমপিও করে দু'তিন মাস পর খয়রাতি সাহায্য দেয়া হলো এবং সর্বোপরি 'কল্যাণ তহবিল' কল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হলো- কিন্তু বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারিদের আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবন ধারণের কোনো উপায় হলো কি?

সুভাষ কুমার রায় : কলাম লেখক।